যুগান্তর

তারিখ ... 10 MAR 2013
পৃষ্ঠা ... ১০ ... কলাম ... ৪ ...

রাজধানীতে ভর্তি বাণিজ্য ৩

মণিপুর স্কুলে ভর্তিতে অতিরিক্ত ৬ কোটি টাকা আদায়

নেসারুল হক খোকন

নিয়মবহির্ভূতভাবে অতিরিক্ত ভর্তি ফি নেয়ায় মিরপুরের মণিপুর স্কুলের প্রধান শিক্ষক ফরহাদ হোসেনের এমপিও (সরকারি, আর্থিক সুবিধা) স্থগিত হয়ে গেছে। সরকারি নীতিমালা লঙ্ঘন করে তিনি শিক্ষার্থী প্রতি অতিরিক্ত ২০ হাজার টাকা করে ৬ কোটি টাকার বেশি নিয়েছেন। এ ঘটনায় দায়ী করে গত বছর শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে তার এমপিও স্থগিত করা হয়। তবে অতিরিক্ত ভর্তি ফি নেয়ার সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল বলে এ প্রধান শিক্ষক এখনও অটল রয়েছেন। উল্টো তার বিরুদ্ধে যারা এমপিও স্থগিতাদেশের সিদ্ধান্ত দিয়েছেন তাদেরকে তিনি আক্কেলতের কাঠগড়ায় নিয়ে যেতে চান। তিনি যুগান্তরকে জানিয়েছেন, শিক্ষামন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীকে লিখিতভাবে অবহিত করেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ফির নামে বাড়তি ভর্তি ফি নেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে কোন অনিয়ম বা অন্যায় করা হয়নি। একইসঙ্গে যুগান্তরকে দেয়া সাক্ষাৎকারে তিনি ভর্তি বাণিজ্যের বিষয়ে বিস্ময়কর নানা তথ্যও দিয়েছেন।

যে অজুহাতে অতিরিক্ত ভর্তি ফি : স্কুলে ভর্তি বাণিজ্যসহ ক্ষমতার অপব্যবহারের বিভিন্ন অভিযোগের বিষয়ে প্রধান শিক্ষক ফরহাদ হোসেনের সঙ্গে কথা বলতে চাইলে তিনি সাক্ষাৎকার দিতে চাননি। একপর্যায়ে তিনি তার বরাবরে লিখিতভাবে আবেদন দিতে বলেন। ৬ ফেব্রুয়ারি প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে তার দফতরে গিয়ে দেখা করে তথ্য জানার জন্য আবেদনপত্র দেয়া হয়। এ সময় তিনি যুগান্তর প্রতিবেদককে জানান, ম্যানেজিং কমিটির অনুমতি ছাড়া কোন তথ্য বা সাক্ষাৎকার দেয়া যাবে না। কিন্তু কবে নাগাদ সাক্ষাৎ দিতে পারবেন জানতে চাইলে তিনি সন্তোষ কোন দিনক্ষণও বলতে চাননি। একপর্যায়ে প্রাসঙ্গিক বিষয়ে কথা বলতে বলতে তিনি ভর্তি বাণিজ্যের বিষয়ে মুখ খোলেন। এ বছর লটারি ও লটারির বাইরে কতসংখ্যক ভর্তিতে : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম

ভর্তিতে : অতিরিক্ত ৬ কোটি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষার্থী ভর্তি করানো হয়েছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, সবই লটারিতে হয়েছে। যার সংখ্যা তিন হাজারের ওপরে। লটারির বাইরে ডোনেশন বা অতিরিক্ত টাকা নিয়ে কোন ভর্তি নেয়া হয়েছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, কোন ডোনেশন নেয়া হয়নি। গত বছর ডোনেশন বা অতিরিক্ত টাকা নেয়ার অভিযোগ ছিল এমন প্রশ্নের জবাবে ফরহাদ হোসেন বলেন, 'এই স্কুলে ডোনেশন ফি বলতে কিছু নেই। এটা হচ্ছে উন্নয়ন ফি। এই ফি নানা কারণে নিতে হয়েছে। কিন্তু সেসব প্রসপ কারণ তো আপনারা পত্রিকায় লেখেন না। আপনারা শুধু লিখবেন আমার বিরুদ্ধে।'

এ সময় তিনি অনেকটা ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, নীতিমালা মেনেই ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত টাকা নেয়া হয়নি। তবে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির ক্ষেত্রে বাড়তি টাকা নেয়া হয়েছে। কিন্তু তার দৃষ্টিতে এই অতিরিক্ত টাকা নেয়া আইন বিরোধী কিছু নয়। কারণ এ সংক্রান্ত ভর্তি নীতিমালায় নিচের দিকে নিম্ন মাধ্যমিক পর্যন্ত বলা হলেও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কথা বলা ছিল না। এজন্য প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির ক্ষেত্রে তারা সরকার নির্ধারিত ভর্তি ফি ৫ হাজার টাকার বাইরে অতিরিক্ত ২০ হাজার টাকাসহ মোট ২৫ হাজার টাকা নিয়েছেন। এরপরেও তো আপনার (প্রধান শিক্ষক) এমপিও স্থগিত করার কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, এটা অন্যায় হয়েছে। তিনি জানান, এ বিষয়ে তাকে দু'বার চিঠি দেয়া হয়েছে। দু'বারই জবাব দিয়েছেন। তারপরও এখনও পর্যন্ত এমপিও স্থগিত রয়েছে। এক প্রশ্নের জবাবে প্রধান শিক্ষক বলেন, প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি ক্ষেত্রে অতিরিক্ত যে টাকা নেয়া হয়েছে তা ম্যানেজিং কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকেই নেয়া হয়েছে। শিক্ষার্থী প্রতি গত বছর ২৫ হাজার এবং এ বছর ৮ হাজার টাকা করে নেয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীকে জানিয়ে অতিরিক্ত টাকা আদায় : বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি কামাল আহমেদ মজুমদার প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীকে চিঠি দেয়ার পর ২০১২ সালে প্রাথমিকে ভর্তি শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বাড়তি টাকা নেয়া হয় বলে মণিপুর স্কুলের প্রধান শিক্ষক ফরহাদ হোসেন জানিয়েছেন। তিনি বলেন, গোপন কথা এতদিন কাউকে বলিনি। কিন্তু আজ বলব। একথা বলে তিনি যুগান্তর প্রতিবেদককে দুটি চিঠি দেখান। চিঠিতে প্রধানমন্ত্রীর দফতর ও শিক্ষামন্ত্রীর দফতরের রিসিভ করা সিল রয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, স্কুল পরিচালনার প্রয়োজনে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির জন্য অতিরিক্ত ২০ হাজার টাকা নিতে স্কুল সভাপতির লেখা চিঠি তিনি ২০১১ সালের ১৯ ডিসেম্বর শিক্ষামন্ত্রীর দফতরে জমা দিয়ে আসেন।

অপরদিকে, একই দাবিতে প্রধানমন্ত্রীর কাছে লেখা চিঠিটি স্বয়ং সংসদ সদস্য ও ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি কামাল আহমেদ মজুমদার প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন গণভবনে গিয়ে দিয়ে এসেছেন। এরপর প্রধানমন্ত্রীর দফতরের পরিচালক নসিতা হাদদার মণিপুর স্কুলের উন্নয়ন ফির নামে বাড়তি টাকা নেয়ার আবেদন নিষ্পত্তির জন্য শিক্ষা সচিবের কাছে চিঠি দেন। যার অনুলিপি স্কুলের সভাপতির কাছেও পাঠানো হয়।

সূত্র জানিয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এ চিঠি নিষ্পত্তি না হওয়া সত্ত্বেও কিংবা শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে সম্মতি না দিলেও মণিপুর স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ২০ হাজার টাকা করে নেয়া হয়। সম্মতি ছাড়া কেন অতিরিক্ত টাকা নেয়া হয়েছে জানতে চাইলে প্রধান শিক্ষক বলেন, তারা তাদের যৌক্তিক বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ চিঠি নিষ্পত্তি না করে বসে থাকলে তাদের কি আর করার আছে।

এক ভর্তিতেই অতিরিক্ত ৬ কোটি টাকা : মণিপুর স্কুলের চারটি শাখায় গত বছর ৩ হাজার ৫৪ জন শিক্ষার্থী প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয়। শিক্ষার্থী প্রতি অতিরিক্ত ২০ হাজার টাকা হিসেবে মোট অতিরিক্ত নেয়া হয় ৬ কোটি ১০ লাখ ৮০ হাজার টাকা। সন্তানের লেখাপড়ার কথা চিন্তা করে অভিভাবকরা অনেকটা বাধ্য হয়েই মোটা অঙ্কের এ বাড়তি টাকা দেন। তবে এ নিয়ে চরম ক্ষোভ-অসন্তোষের মুখে এবার ভর্তির ক্ষেত্রে বাড়তি টাকা নিতে পারেনি। কিন্তু লটারির বাইরে ভর্তি বাণিজ্যের রমরমা কারবার খোলা ছিল।

বিচলিত নই, রিট করব : মণিপুর স্কুলের প্রধান শিক্ষক জানিয়েছেন, তিনি এমপিও বন্ধ হওয়ায় বিচলিত নন। 'কমিটি সিদ্ধান্ত দিলে এমপিওভুক্তির বিষয় নিয়ে রিট করব'। ডিজি অফিস থেকে যে চিঠি দেয়া হয়েছে তার জবাবও দিয়েছি। কিন্তু বলা হয়েছে, তার জবাব সন্তোষজনক নয়। দ্বিতীয় দফা চিঠি দেয়া হয়েছে। আবারও একই উত্তর লিখে দিয়েছি। এখন আমার হাতে একটাই অস্ত্র আছে। আর তা হল এমপিও স্থগিতাদেশ চ্যালেঞ্জ করে রিট করা। অনেকটা ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি বলেন, কাঠগড়ায় দাঁড় করানো ছাড়া আর কোন রাস্তা নেই।

ক্ষমতাধরদের সুপারিশ রাখতেই হয় : প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীদের একটি বড় অংশকে লটারির বাইরে কেন ভর্তি করা হয় জানতে চাইলে মণিপুর স্কুলের প্রধান শিক্ষক যুগান্তরকে বলেন, ভর্তির ক্ষেত্রে সুপারিশ আর তদবির থাকবেই। একটু আগেও একটা বড় জায়গার তদবির ছিল। কাজটা করে দিতে হয়েছে। তিনি বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা অধিদফতর তাদের নিয়ন্ত্রণ করে। এখান থেকে প্রভাবশালী কোন কর্মকর্তা যদি ভর্তির তদবির করেন তা তাদের বাধ্য হয়ে রাখতে হয়। এছাড়া মন্ত্রী, এমপি আর সচিবদের তদবির তো আছেই। এ সময় তিনি তার টেবিলের উপর স্তূপ করা কিছু কাগজপত্র দেখিয়ে বলেন, এর সবই রাঘববোয়ালদের তদবির।

সবখানে বাণিজ্য : মণিপুর স্কুলের 'অ' অদ্যাক্ষরের একজন প্রতিবাদী শিক্ষক যুগান্তরকে জানিয়েছেন, ঘুষ বাণিজ্য হয় না এমন কোন জায়গা নেই। তিনি জানান, মিলাদ বাণিজ্য, নিয়োগ বাণিজ্য, চাকরি বাণিজ্য, নির্মাণ বাণিজ্য- বাণিজ্যের কোন শেষ নেই। যে কাজই করবেন টাকা দিতে হবে। ৬ ফেব্রুয়ারি স্কুল ক্যাম্পাস এলাকায় যুগান্তরকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, গুরুত্বপূর্ণ সব বাদই মিলাম। শুধু যদি বার্ষিক মিলাদ থেকে চাঁদা নেয়ার তথ্য দিই তাও বিস্ময়কর মনে হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এ স্কুলে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৮ হাজার। বছরে প্রত্যেক ছাত্রের কাছ থেকে বাৎসরিক মিলাদের জন্য ৩০ টাকা করে চাঁদা নেয়া হয়। এতে চাঁদা আদায় হয় প্রায় সাড়ে ৮ লাখ টাকা। কিন্তু মিলাদের পেছনে খরচ হয় সর্বোচ্চ ১ লাখ টাকা। তিনি জানান, প্রায় ১০০ শিক্ষকের বেতন কমিয়ে নিয়েছেন স্কুল কমিটির সভাপতি সংসদ সদস্য কামাল আহমেদ মজুমদার। এদিক শিক্ষার্থীদের বেতন কমানোর কথা থাকলেও তা উল্টো বাড়ানো হয়েছে। এ শিক্ষক বলেন, স্কুলের শিক্ষার্থীদের খাতা ক্রয় বাধ্যতামূলক। ভর্তির সময়ই এই খাতার টাকা আগাম নেয়া হয়। এ খাতা সরবরাহ করতে ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়। প্রভাবশালী মহল ঠিকাদারের কাছ থেকে কমিশন নেয়ার পর কার্যাদেশ দেন। কেউ ভর্তির সময় খাতার টাকা আগাম দিতে না চাইলে প্রধান শিক্ষক বাধ্য করেন না।